দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16. SEP 1995
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

15

প্রাথমিক শিক্ষার হাল-হকিকত

দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি তেমন আশাব্যঞ্জক নহে। এই ক্ষেত্রে দুই হাজার সালের মধ্যে সকলের কাছে শিক্ষার আলো পেঁছাইয়া দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা কিভাবে অর্জিত হইবে তাহা বোধগম্য নহে। প্রতি বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা খাতে সরকার ব্যয় করিতেছে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। 'প্রাথমিক শিক্ষাকে করা হইয়াছে অবৈতনিক এবং বিনা পয়সায় বইপত্র বিতরণ করা হইতেছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু কাজের কাজ তেমন হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। ইত্তেফাকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, কিশোরগঞ্জের তাড়াইল 'থানা শিক্ষা অফিসে ব্যাপক দুর্নীতি, শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে গাফিলতি, নিয়মিত তদারকির অভাব, শূন্যপদ (প্রাইমারী শিক্ষকের পদ ও থানা শিক্ষা অফিসারের পদ) পূরণ না হওয়া; অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, জরাজীর্ণ বিদ্যালয় গৃহ ও বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সংকটের কারণে আলোচ্য থানার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।' 'শরিয়তপুরে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে' শীর্ষক শিরোনামে দ্বিতীয় প্রতিবেদনটিতে বলা হইয়াছে--'স্কুল ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা, আসবাবপত্রের অভাব, অভিভাবকদের দারিদ্র্য, শিক্ষকস্বল্পতা প্রভৃতি কারণে শরীয়তপুর জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হইতেছে।' দেশ জুড়িয়া বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচীর বেহাল অবস্থা বুঝিবার জন্য বিগত দিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদনের শিরোনাম উল্লেখ করা যাইতে পারে: "শিক্ষকদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন: প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে", "উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় বিদ্যালয় সংকট: ৯ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে," "ময়মনসিংহের ১ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত," "ভেস্তে গেছে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচী: ৭৩০টি গ্রামের ১ লাখ শিশু বিদ্যালয়ের মুখ দেখেনি" "আড়াই বছরে থানা পর্যায়ে শূন্যপদে নিয়োগ নেই: সন্তোষজনক নয় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি" ইত্যাদি। সরকারী এক তথ্য মতে চলতি বৎসর ৪১৫৮টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট নহে, তথাপি বিদ্যালয় স্থাপনের এই প্রক্রিয়া চালু থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব বোধকরি থাকিবে না।

তবে নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই চলিবে না, পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। সারাদেশ জুড়িয়া যে হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে তাহা পূরণ করিতে হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করার পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলির কার্যক্রমের কার্যকর মনিটরিং-এর উপর জোর দেওয়া অত্যাবশ্যক। বই ক্ষেত্রে 'দুর্নীতি' নামক বিষবৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া এন,জি,ও এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাফল্যের কারণসমূহ সামনে রাখিয়া সরকারী পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে সফল করার জন্য কার্যকর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। পদক্ষেপ যত দ্রুত গ্রহণ করা হইবে ততই মঙ্গল।